থামুন
নয়তো লিখুন
বিক্রি
হবেন
না
যেনো!
অসময়ের কবিতা - A
poetry state presentation

থামুন নয়তো লিখুন বিক্রি হবেন না

কবিতা সংকলন (অনলাইন ভার্সন)

সম্পাদকীয় পাতা বলে এখানে অন্তত কিছু নেই।

সম্পাদকহীন দ্বিতীয় প্রয়াস " থামুন নয়তো লিখুন বিক্রি হবেন না " এমন নাম দেখে হয়ত একটু ভড়কে যেতে পারেন, আমাদের কাজ নাম দিয়ে নয়, কবিতা দিয়ে ভড়কে না দিয়ে পাঠকের হৃদয়ে মননে মস্তিষ্কে আমূল প্রবেশ করা। বাংলাদেশে মোটামুটি এরকম কথা প্রচলিত আছে কবিতা শুধু লিখলেই হয় না, দলবাজিটাও করতে হয় অথবা জানতে হয়। যা আমরা - পা'য়ে মাড়িয়ে যাই

এখানে আমরা বলতে কোন দল নয়, আমরা বলতে হাতের পাঁচ- পাঁচটি আঙ্গুল, একসাথে মিশে, হাত মুঠো করবার ইচ্ছেতে কবিতা লিখতে চাওয়া, লিখে যাওয়া কবি। আমরা বলতে গোটা দেশ। কবিতা ছাপাবার লোভ জেঁকে বসবার আগে, কবিতায় অবস্থান কামনা করার আগেই যাতে মৃত্যু আসে - এ-ই বাক্যে বিশ্বাস করা বৃষ্টির ফোঁটা।

কবি লালায়িত থাকবেন কী করে কবিতায় গড়ে ওঠা জনবিচ্ছিন্নতা রোগে আক্রান্ত, গত তিন যুগের অবসান ঘটানো যায়, কবিতার মাধ্যমে সে বিষয়ে। অথচ পরিতাপের বিষয় হচ্ছে ইদানিং কালে কিছু প্রকাশনী, ব্লগজিন, ওয়েবজিন, দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক পত্রিকায় কবিতা ছাপিয়ে নিজের নাম দেখার জন্য জেলা- উপজেলায় ভাগ হয়ে যাচ্ছেন বাংলাদেশের কবি'রা।এসকল সময় মেনে নেয়া যায় না। অথচ বইমেলা এলে যেনো মুদি দোকানী বনে যাচ্ছেন তারা। কিছু আবার রিভিউ খেলা, মাঝেমধ্যে রিভিউ কবিতার চেয়ে ভালো হয়ে যায়। কবি'রা হয়ত ভুলে যাচ্ছেন " বোধের যুদ্ধ নির্বোধের মতন করা যায় না। "

কবি আপনারা ভুলে যাবেন না কবিতা করুণার পাত্র নয়," থামুন নয়তো লিখুন, বিক্রি হবেন না।" আপনি কবি, মেরুদন্ডটা সোজা রেখে হাঁটাটাই কবি এবং কবিতার কাজ।

ঋতা জিয়াসমিন

গোটা দেশটাকেই মনে হয় জরুরী বিভাগ

আমরা দু'জনেও যেন নিজস্ব অসুখে

শায়িত পৃথক কোনো ওয়ার্ডের বিছানায়।

আর এখন, এই হাসপাতালের একলা ঘরে

তোমাকে না দেখার ব্যাকুলতা আমাকে

অসুখের চেয়েও বেশি অসুখী করে তোলে।

অথচ তোমাকে দেখবো বলে পা বাড়াতেই

রক্তস্রোত ছুটে আসে আমাকে ভেজাবে বলে।

পথে পথে এত আহত-নিহত, আঘাতে-অপঘাতে

অকালে ঝরে পড়া প্রাণের ভিড় ঠেলে আমি

তোমার কাছে কিছুতেই পৌঁছতে পারি না যে !

এই আশ্চর্য হীরক রাজার দেশে দেখেছ

কী ভীষণ জীবন্ত প্রাণগুলো কত সহজে

মুহূর্তেই খবরের শিরোনামে হয়ে ওঠে স্রেফ কিছু মৃতের সংখ্যা !

এখানে অসভ্য অধর্মের উল্লাসে কাটা পড়ে

কত অদম্য সাহসী তরুনের প্রাণ।

এ শহরের প্রতিটি গোপন গলি-খাঁজে অথবা

গাঁয়ের পথেঘাটে আলোতে-আঁধারে

প্রকাশ্যে-গোপনে নিষ্ঠুর ঘাতকের দল

কত অসংখ্য তরুনীর শ্বেতপদ্ম বুকে

গেঁথে দেয় তীক্ষ্ণ ছুরির ফলা কেমন অক্লেশে!

কিছু প্রাণ আবার বড় অবহেলায় পুড়ে মরে

জ্বলন্ত চুল্লীতে কাঠকয়লার মত এখানে ।

কেউবা আধমরা হয়ে পচেগলে দুর্গন্ধ ছড়ায় বাতসে।

এখানকার প্রতিটি সড়কের পাশে শৌচাগারগুলো

নর্দমার স্তুপগুলো ভরে যায় সদ্যজাত

পরিত্যাক্ত শিশু আর ভ্রুণে ।

আর এতসব নির্মমতার ভয়াবহতায়

আমার স্নায়ুগুলো ক্রমশই অবশ হতে চায় ,

আমি শুধু অস্থির প্রতিক্ষা করি

তোমার বুকের ছায়ায় মুখ লুকাবো বলে

অথচ পৌঁছতে পারি না পথ চিনে।

কোথায় তুমি? শিগগির কাছে এসো

আমাকে লুকিয়ে ফেল বুকের গভীরে অথবা

চোখের অতলে কোথাও নতুবা অসুস্থ উন্মাদ হবো

এতটা বিভৎসতা সয় না আমার তুমি তো জানো !

আহমেদ মওদুদ

২৭.

মানুষের মৃত্যু হলে নক্ষত্র বাড়ে। বাড়ে শূন্যতা। মহাশূন্যতার মহারথে চড়ে এইসব দেখেছি শৈশবে। জেনেছি নক্ষত্র বাড়ে অযুত-নিযুত। বেড়ে যাওয়া নক্ষত্রের কেন্দ্র হতে আলো ছড়ায় মৃতদের আলোঘর। সেই আলোয় বেঁচে আছি দিবস ও রাতের চলাচলে। মৃতরাই বাঁচিয়ে রেখেছে তাহলে! জীবিতরা মৃতপ্রায়, অথচ আলোহীন, নক্ষত্রের ক্ষত; দুর্বিপাকের পাকে পাকে খাপ খাওয়া মহাজঞ্জাল। হায় মৃত্যু, জীবনের যৌথ যাপন, চুপিচুপি চুষে নাও হৃদয়ের রং আর দেহের দখল নাও তোমার খাপে আর বেঁচে থাকো নক্ষত্র হয়ে।

২৮.

রাতের হৃদয় ফেঁড়ে হেঁটে যাই আকাশের এভিনিউ হয়ে। পথে পথে তারাবাতি, দূরে দুর্ঘটনার উদ্ধত উল্কা, গ্রহ-নক্ষত্রের ঘোর ও ঘূর্ণন। তবুও হাঁটতে হয়, তবুও এই হেঁটে যাওয়া পৃথিবীর প্রতিনিধি হয়ে। নক্ষত্রের ক্ষত হতে বিচ্ছুরিত পুঁজ আমাকে দেখায় পথ, বলে, হেঁটে যাও দীর্ঘজীবী গ্রহাণুর মতো, জীবাণুর জীবন ছেড়ে। আমি তাই হেঁটে যাই কেটে যাই রাতের হৃদয়। হৃদয়ের ক্ষত হতে আলো ঝরে রক্তের মতো। সেই আলো গায়ে মেখে পায়ে মেখে অনিশেষ হেঁটে যাই রাতের গভীর হতে আরো গভীরে, আর এক রাতে, আর এক হৃদয়ে।

২৯.

সমবেত দুঃস্বপ্নের রাতে জেগে আছি ভোরের আলোর দিকে চেয়ে। কিন্তু দূরে যে আলোর রেখা সে নয় ভোরের আলো, সে আলো অন্ধকারের সূচনা সংকেত। সূচি ও সীমা ছাড়াই সেই আলো ক্রমাগত জ্বলে। ফলে আরো দুঃস্বপ্ন, ফলে আরো দূরাগত ভোর। এই ভয় ও ভাবনায় ঝুলে আছি দুঃস্বপ্নের তারে। ঝুলে ঝুলে ভুলে থাকবো ভোরের আলোর কথা, অন্ধকারের সকল সঙ্গীত। আলোর শ্লোগান তুলে নিজেই হয়তো হবো ভোর। দোর খুলে খুকুমণি আমাকে জড়িয়ে তার দুঃস্বপ্নের গান ভুলে তুলে দিবে স্বপ্নের মশাল। নিজেই মশাল হয়ে, মলিন হয়ে, লীন হবো খোকায় খোকায়, সমবেত দুঃস্বপ্নের শেষে।

রাইসুল নয়ন

আমি জানি একদিন জোনাকির কফিনে তুমি বাতাস পুড়ে জীবন দিতে চাইবে,

ঝিঝি পোকাদের খোলস কুড়িয়ে পুনরায় ফিরে পেতে চাইবে কোন কলাই ডালের সন্ধ্যা!

ততক্ষনে আমি অন্য কোন রমণীর সেবাদাস,

অনুভূতির দামে যে দখল করে নিয়েছে বুকের তিল, অগোছালো চুল, চাহনি, বাকা হাসি।

আমি জানি সমস্ত অনুশোচনা একদিন তোমাকে কসাই খানার মাংসের টুকরোর মতো কুচি কুচি করে দেবে,

চুলের ডগায় দাউ দাউ করে জ্বলবে অন্য কোন পুরুষের স্পর্শ,

যাতে তোমার ক্ষুধা নিবারণ হবে,

মনের প্রাপ্তি ছটফট করে কাঁদবে-

গাঙের জলে কলসি ভেসে যাওয়া সাঁতার না জানা ষোড়শীর আক্ষেপের অপ্রাপ্তিতে।

আমাদের ধসে পড়া সম্পর্ক ইতিহাস হতে পারে,

তবে তা বসবাসের অনুপযোগী হয়ে গেছে যবে থেকে মিথ্যের উপাসনা শুরু হয়েছে।

হাত বাড়ালেই শরীর পাওয়া যায়,

চাইলেই কারো বুকে মাথা রেখে রাত ভোর করা যায়;

আমি জানি তুমি জাননা,

হৃদয়ের অতলে যেতে সাঁতার ভুলতে হয়।

রাকিবুল হায়দার

বুঝলেন, বছর বিশেক পর, বিগত প্রেমিকাও ঝুলে গেলো...

লোকটা আরও কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলো,

দ্রুত উচ্চারণের ফলাফলে প্রেমিকা নাকি প্রেমিকার ঝুলে গেলো-

এই নিয়ে আমাদের কয়েকজনকে বেশ চিন্তিত দেখালো।

হারুন অর্থাৎ হারু একগাল হেসে বললো, **'না দাদা, ওসবে চলবেনা,**

আপনাকে আসলে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে!'

লোকটা পকেট থেকে রুমাল বের করে নাকের ঘামে ঘষলো কিছুক্ষণ,

তারপর অবাক একটা ভঙ্গিতে হারুর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো,

হারুর মুখ তখনো চলমান, **'আপনাকে যেকোনো একটা স্ট্যান্ড নিতে হবে,**

আপনি বরং প্রেমিকাকে কম্যুনিষ্ট দাবী করুন, ওটায় কিছু সুবিধা আছে!

তাছাড়া জানেনতো, আজকাল ডেথ সার্টিফিকেটেও একটা রাজনৈতিক পরিচয় লাগে।'

মুখচোরা সুমন জিভের উপর চুইংগামের গোষ্ঠী উদ্ধার করতে করতে বললো,

" বলছিস? "

হারু সপ্রতিভ, 'তাছাড়া কি! ঐ পাড়ার পারুল যখন মরলো,

কর্পোরেশনের ডোম এসে কি জানতে চেয়েছিলো?

সুমন স্বভাববিরুদ্ধ আচরণে হারুর কথা কেড়ে নিলো,

' দূর! ওতো বেশ্যা ছিলো!'

হারু সশব্দে হেসে উঠে বললো, লোকটাওতো তার প্রেমিকার কথাই বলছে!

হিমেল হাসান বৈরাগী

তোমাকে খুঁজতে গিয়ে ঢেউ শুদ্ধ তুলে এনেছি কয়েকটা সমুদ্র, মাটি খুঁড়ে ফের মাটিচাপা দিয়েছি সমগ্র পৃথিবীকে। তুমি কে? আকাশের থেকেও বিস্তৃত কেউ? দীগন্তের অধিক দীর্ঘ বুঝি তোমার ডানা?

তোমার ঠিকানা খুঁজতে খুঁজতে, দৈর্ঘ্যের চেয়ে প্রস্থে বড় মাথামুণ্ডুহীন হা করা জটিল এক থৈ থৈ শূন্যতার ভেতর ঢুকে পড়েছি আচমকা। বোবান্ধ ঝিঝি'র ন্যায় একা একা ক্ষত থেকে আলো ঢেলে দিয়েছি যতই, গহীন বালুচরে জলের অভাবে ছায়াহীন বৃক্ষের মতো কুঁজো হয়ে গেছে অপেক্ষার দিনগুলি তোমাকে নয়, তোমার উপেক্ষা পেয়ে... গর্ভ থেকে পালিয়ে গেছে অঙ্কুরিত বীজ, মেঘেদের মেয়ে।

চিঠিতে লিখেছে সে-

"এবার কুয়াশার ফলন ভালো হলেও

পাতার সতেজতা ঝরে যাবে,

ফুল তার সৌরভ হারাবে,

সত্য সে পাখি আর উড়বে না আকাশে।"

তোমাকে না পেয়ে আজ... এই শীতে আমিও নিজের কবর নিজে খুঁড়েছি, সাবধানে কফিনে পেরেক ঠোকার পর নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করেছি স্নান। বন্ধুত্ব, দুরত্ব, ঘৃণা, অপমান ইত্যাদি যার যা কিছু পাওনা ছিলো বুঝিয়ে দিয়েছি।

মৃত্যুর সমস্ত আয়োজন যখন চূড়ান্ত; ঠিক তখনই ধাঁরালো চাকু, চাবুক ও আগুনের ছদ্মবেশে অপরিচিত কতগুলো মন খারাপ চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছে। এমন স্বেচ্ছামৃত্যুর মুহূর্তে কেই বা চায় আগুনে পুড়তে? অপঘাতে মরবো না বলে আত্মরক্ষার জন্য তড়িঘড়ি করে মদ ঢাললাম গ্লাসে, গোগ্রাসে পান করলাম, হেঁড়ে গলায় গান ধরলাম, পঁচিশ টা সিগেরেট টানলাম গুনে গুনে।

অত:পর তুমি বিষয়ক সব বিষাদক্রিয়া ধুয়ো ও ধূলোর মতো উড়ে গেলো শূন্যে মহাশূন্যে

তোমাকে নয়, তোমার উপেক্ষা পেয়ে আমার হৃদয়

আজ অনেকটাই ভুলে গেছে তোমার, তোমাকেই মনে আছে শুধু।

এখন আমি এতই হারামি যে,

চাইলেই ভুলে যেতে পারি চোখের পলকে তোমাকে,

তোমার প্রতিশ্রুতি, তোমার ডাক নাম।

তোমাকে না পেয়ে আজ একা একা নিজেকে মাতালাম

একা একা একা একা একা একা নিজেকে বাঁচালাম

অ্যালেন সাইফুল

নদীর ডাক এবং প্রথম প্রেমের ব্যর্থতা উপেক্ষা করতে না পেরে

ঝাঁপ দেবার প্রস্তুতি নিলাম সাথে পার্বতী আছে-

আত্মহত্যা করবো একথা মাথায় ছিলনা বলে ওকে কর্ণফুলী এফোঁড়ওফোঁড় করে যাওয়া ব্রিজ

দ্যাখাতে নিয়ে এসেছিলাম।

প্রথমবারের মত চেষ্টা ব্রিজের উপর থেকে চলে গ্যালো দ্রুতগতির বাস

ভয় পেয়ে পার্বতী আমাকে ঝাপটে ধরলো

নরম হাতের শক্ত বন্ধনকে উপেক্ষা করতে না পেরে আত্মহত্যাকে ফিরিয়ে দিলাম।

প্রথম শব্দটা মরে যাবার পরে জন্ম নিলো দ্বিতীয় শব্দটা

আচমকা আমার হাত ধরে পার্বতী জিজ্ঞেস করলো

কাঁক কি পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে?

সামনে তাকিয়ে দেখি একঝাঁক কাঁক

আমি হাসি গিলে ফেললাম

আজন্ম প্রতারিত হবার জন্যেই যে বেঁচে থাকে তাকে দেখে আত্মহত্যা করা

আত্মহত্যার দ্বিগুণ পাপ

আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে বললাম

ফাক (শুভকামনা রইলো) ইউ।

মৃত্যুর গন্ধ গায়ে মেখে বয়ে চলা বাতাস আমার শরীর ছুঁয়ে যায়

এইমুহূর্তে আত্মহত্যার রসদ যোগাতে পারে

প্রথম প্রেমিকার শেষ চিঠি

যার শেষ লাইনে বলা হয়েছিলো,

'একবিংশ শতাব্দীতে প্রেমের চেয়ে বেশি গুরুত্ব বহন করে টাকা'

চিঠিটা পড়ে নিলাম।

এটা তৃতীয়বার

ঝাঁপ দিতে গিয়ে ইচ্ছা হলো,

শেষবারের মত দেখে নেই তার মুখ

যার ঠোঁটের দিকে তাকালে পৃথিবীর সমস্ত রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় এবং খোলা থাকে একটামাত্র রাস্তা-

যে রাস্তা দিয়ে আমার ঠোঁট পৌঁছে যায় স্বর্গে।

(মেয়েটিকে এ ব্যাপারে কিছুই বলা হয়নি)

এই চেষ্টার নাম উনিশতম চেষ্টা

পার্বতীকে রেখে আমি চলে যাচ্ছি

ব্রিজ থেকে পড়ে যেতে যেতে দেখছি

পার্বতীর সোনালীরঙা চুলে ঝাপ দিচ্ছে আকাশ

আত্মহত্যার জন্য আমি বেছে নিলাম অন্যপথ!

পার্বতীর ঠোঁটে চুমু খাচ্ছে সবুজ পায়রা

ভেতরবাড়িতে মমি করে রাখা ঠোঁটে অন্যকেউ!

পার্বতীর কপালে টিপ পরিয়ে দেবার জন্য এগিয়ে আসছে ঘাসফড়িঙ

আমার ভাগ্যরেখা আঁকা কপালে টিপ পরাবে অন্যলোক!

এসব কী কোরে মেনে নেবো- প্রভু?

আমি মরতে চাইনা

আমি মরতে চাইনা আমাকে ফিরিয়ে দিন

ফিরিয়ে দিন- ফিরিয়ে দিন- ফিরিয়ে দিন।

ঘুম ভেঙে গ্যালো

কপালের ঘাম মুছে চিঠি লিখতে বসলাম পার্বতীর কাছে

লিখলাম- প্রশ্নসূচক বাক্যে আত্মহত্যাকে পরাজিত করা কবে শিখেছো?

বনী ইসরাইল

আর বিক্রির জন্য ওরা কেড়ে নিচ্ছে লান নীল হলুদ সব প্লাকার্ড বেদনার মত কোন কোন হৃদয় থেকে ঝড়ে পড়ছে বিপ্লব

চায়ের দোকানে গড়পড়তা মাথা আর চোখ দেখে একজন একাউনট্যান্ট খসখস শব্দের ঝলমলে জেল পেন মাপ মত রেখে বলছেন খরচের সংবাদ সংবিধানের আওতায় আনা যাচ্ছে না কিছুতেই একটি উজ্জ্বল ভোর ঠেসেঠুসে কোনভাবেই কনডেন্সড মিল্ক ভরে যাচ্ছে নিহত সব জবা ফুল এখানে কেউ কথা বলতে চাইলে নিজ পিতার হৃদপিণ্ডটা হাতে নিয়ে দাড়িয়ে থাকতে হবে অবনত

বেশ্যা পাড়ার বরাদ্দ আরো বেশী করার প্রয়োজনীতা সিল গলা লাল কনডম এখন আরো সস্তায় মিলবে জিভ দিয়ে যোনি সঙ্গীত বাজাতে বাজাতে একদিন ঘুম আসবে বলে যে কবিতা কেউ শুনবে না....

তাদের বলতে চাই শিশুর মত কোমল ইশারায় আমার পেশাবের জন্য একটি সরকারি মুখ গুহ চাই

শুভ্রজিৎ বড়ুয়া

১.

জাগতিক প্রতারণা ছেড়ে চলে গেলে, বাবা নিরাপদ-শুদ্ধ এক ঘর,

এখানে শত-সহস্র প্রবঞ্চক কীভাবে কে শুদ্ধ হবে বলো? তোমার চলে যাবার স্মৃতি স্পষ্ট যেখানে আমি ছিলাম না আর আমার মতো; প্রিয়জন চলে যাবার আঘাত প্রিয়জনই জানে, কতটা লাগে। চলে গেলে, বাবা।

মৃত্যুর দুয়ার খোলে স্বজ্ঞানে হেঁটে হেঁটে গেলে আমাদের কোলে শুয়ে;

তোমাকে কাঁধে নেয়ার যন্ত্রণা কি তুমি দেখেছো? আমার তো দেখা হয়েছে সব আমারই রক্তিম চোখে।

বাবার বিয়োগে ।।

২.

মোহের ভুলে বৃথাই দিলাম শ্রম কাঁটার মতো বিঁধছে তোমার হেলা, মৃত্যু আমার শতেক গুণে শ্রেয় জেনেছি যখন তুচ্ছ প্রণয় দোলা।

আমার ওপর রেখো না কোনো দাবী পারলে তরুণ হৃদয়ে আনো সুখের প্রলয়, দেখাও- তোমার যতো নতুন ছলাকলা পলকা শরে বিদ্ধ করো তার সবুজ হৃদয়।

প্রণয় খেলার মাঠে অনেকতো কাটালাম বেলা, হাতে এবার সময় পেলে খেলবো বিরহী খেলা।

নিয়তির বোধ ।।

আতিক রহমান

শুনলাম, তোমার স্বামী নাকি ডাক্তার?

দেহের প্রতিটি শিরা উপশিরা নখদর্পনে!

কিন্তু তোমার বুকের ভিতরে যে-ছোট্ট শিশুর বাস,

তা হয়তো সে আজও খুঁজে পায়নি।

বিছানায় প্রতিদিন দেহের প্রতিটি অংশ খুবলে খাবার পরও,

তোমার ঠোঁটের উপর দুটি তিল নিয়ে মাথা ঘামায়নি!

তোমার নজরুল প্রিয়,

আমার ছিলো রবীন্দ্রনাথ!

তর্ক করতাম প্রায়শ দু'জন।

কাদম্বরী শ্রেষ্ঠ নাকি নার্গিস?

এ্যানা স্কট নাকি প্রমীলা দেবী!

কে ভালোবেসেছিলো কবিদের?

তর্কের ডালপালা মেলতে মেলতে

আকাশে গিয়ে ঠেকলেই,

সহসা কেঁদে দিতে!

আমার বহুদিন লেগেছে বুঝতে-

এসব ছিলো অভিনয় তর্ক জয়ের!

আমিও সুবোধ বালকের মতো; তোমাকে জিতিয়ে দিতাম প্রতিবার!

আচ্ছা তোমার স্বামী কি- নজরুল বা রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আমাদের মত তর্কে লিপ্ত হয়?

নাকি বাঙ্গালীর ভুড়ি মোটা স্বামীগুলির মত দেহ ভোগ করেই ডেকে নিয়ে আসে কুম্ভকর্ণকে?

প্রায়শ বলতে তোমাকে নিয়ে কবিতা লিখার জন্য।

শুধু তোমাকে নিয়ে!

প্রীতিলতা আর নির্মল সেনের মত ভালোবাসার কবিতা,

তাদের ঠোঁটে রাখা ঠোঁট; স্লোগান কিংবা বিপ্লবের কবিতা।

তাদের ভালোবাসা আর আত্মত্যাগের কথা বলে কেঁদে দিতে প্রায়।

ফটিকের মত ভালোবাসার কাঙ্গাল হয়ে আমারও যে মৃত্যু হবে;

তা হয়তো তুমি জানতে!

তাই অবচেতন মনে আমাকে তাই ডাকতে।

এক অমাবস্যায় তুমি আমাকে প্রথম বলেছিলে-

অতীত বারবার নাকি ঘুরে আসে।

প্রীতিলতা-নির্মল সেনরা এক হয় না কোন কালে,

শুধু তাদের নাম বদলায়,

আর বদলায় শরীর!

রাশা নোয়েল

সামাজিক মেলামেশা এইঃ সর্বৈব মানুষকে নিয়ে কবিতা লেখা হয়ে গেছে

অসংখ্য, অগুনতি কবি। রাফ বৈচিত্র্যময়,

কলমের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভে কবিতার সুচতুর দাবাড়ু হবার আগে

একজন কবি-র শব্দের পর শব্দের গ্রুনফেল্ড ডিফেন্স

বিস্মিত করে নিতান্ত পৃথিবীকে। চৌষট্টি ঘর সাজিয়ে

পরখ করে দেখা যেতে পারে তার মানবীয় নমুনা। এদের মধ্যে প্রকৃতি ব্যতীত

আর কোনো ব্যতিক্রমী কিছু চিন্তার সন্নিবেশ নেই। একজন মানুষ

নেক থাকতে থাকতে শয়তান হয়ে উঠতে পারে

একজন কবি শয়তান বেল্লিক থেকে দ্রুত হয়ে যায় কবিতার সুচতুর দাবাড়ু।

এই আমূল পরিবর্তন শোভা বর্ধন করে প্রকৃতির। শেষতক

সামাজিক মেলামেশার অভ্যাসটা আমৃত্যু সরব করে রাখে মস্তিষ্কের আয়োজন।

কোলের ওপর একটা টেবিল নাকি, ভাত পড়ে আছে শুধু

আর আধছেঁড়া কতক পেঁয়াজ। বইপত্রও কিছু আছে দেখি আমি। বইপত্রও থাকে,

যেহেতু তুমি পড়ো; কিন্তু মনোযোগ থাকে কই? টেবিল

কোলে নিয়ে তুমি বসে বসে ভাবছো

যদি পাড়ি দিতে পারতে এই বিরক্ত বিকেল,

টালি-করা ছাদে নিষিক্ত মেঘ

আর দুর্বল দুটি কমলালেবু হাতে নিয়ে এক পাণ্ডুরোগীর চোখের ভেতর

থেকে ঘুরে আসতে পারতে; জানতে চাইতে

কোনএক বোরিং দুঃখে এতসব হিজিবিজি বাঁধিয়ে শুয়ে আছে সে একা।

অথচ বিষমভাবে গোছানো নির্লজ্জ এই রোদের বেডিং

টেবিল কোলে নিয়ে বসে আছো তুমি।

ভাবছোঃ সব বইপত্র কোথায় গেলে

মানুষ বলতে পারে যাবতীয় জ্ঞান হারিয়ে মূর্খ সকালে সূর্য ওঠে কেন

ব্যাধি সব কোলে নিয়ে বসে থাকে দেহ,

দেহের ভেতর থেকে বের করে আনে

ভুলে যাওয়া পড়ার টেবিল, অমনোযোগী একটি প্রেমময় মুখ।

জব্বার মুহাম্মদ

হৃদয়ের এ্যাসেম্বেলী আহ্বান করো

এক গোধূলি সময় বরাদ্দের প্রস্তাব দেওয়া হোক

একটা লবন হাওয়ার গল্প শোনার নিমন্ত্রণ রইলো।

হলুদ শাড়ি পরে এসো,

রঙ তত্ত্বের ফলাফলে লেখা হয়েছে হলুদে শিকড়ের প্রতিচ্ছবি ভাসে।

দক্ষিণ পোতায় ঘর আমার তিন বাড়ে ঝুল বারান্দা

শিবসার প্রাণ জুড়ানো বাতাসে ডাংগুলির উঠোনে চক্রমান জীবন।

স্বপ্নের বৈঠার মিহি শব্দ কেওড়া বাগান থেকে ফিরে আসে

কাদা মাখা দুরন্ত কিশোরের দল,

ভদ্রার চরে ডগরীর সাথে লুকোচুরিতে মাতে

কাদাঁখোচা আর বাটাং পাখির ঝাঁক।

মায়ের চোখে দেখা হাইস্কুল স্বপ্ন

জংগল থেকে বাবার ফিরে আসার আনন্দ

লক্ষভ্রষ্ট গুলতির গুলি

ধুলো পড়া মার্বেল গড়ানো পথ

সবকিছু ঢেকে গেছে রঙিন সানগ্লাসের কাঁচে।

রপ্তানিমুখী বৈঠা আমার আমদানি বছরে দুই ঈদে দু'বার ,

লভ্যাংশ সব পাতায় জমা রাখি সময় নাই শিকড়ের খবর রাখার।

ইলতুত মণ্ডল

প্রতিবার লোকটা যেভাবে মারা যায়।

অগাধ নির্জনতা হাতে নিয়ে পাঠ করে- অন্ধকার।

হরেক রঙের অন্ধকার।

তারপর-

কলস কলস আগুন গিলে-

যুদ্ধের প্রার্থনায় কেঁদে ওঠে।

এমনকি নারীর প্রার্থনাতেও কেঁদে ওঠে সে।

হেঁসেও ওঠে।

লাল চোখ খুলে গড়িয়ে গেলে-

মাথাটা রেখে দেয় টেবিলের কোনে।

কয়েকটি ইদুর মগজ খেয়ে নিলো।

আর সে ঘুমের দীর্ঘ আয়তনে আক্রান্ত হলো।

অথবা-

প্রতিবার লোকটি এভাবে মারা যায়।

শনিবার রাত বারোটা বারো।

যখন,

দেয়ালের টিকটিকি নিরিখ প্রবন- মাকড়সার জালে।

খেরোখাতা।

০২-০৮-১৯

ইদানিং-

দুঃখ হয়। মানুষের মতো।

ইদানিং-

নিজেকে একটু আধটু মানুষ মানুষ মনে হয়।

আর এজন্যই বুঝি আঁতকে উঠি-

স্বৈরাচারী শোষনের ডামাডোলে আঁতকে উঠি।

শোকে বিহবল স্বজনদের চোখমুখ দেখে আঁতকে উঠি।

চাপাতি রামদার আগায় জীবন দেখে আঁতকে উঠি।

ফেটে যাওয়া যৌনাঙ্গের চিৎকারে আঁতকে উঠি।

সঙ্গমকালিন খিল্লিতেও আঁতকে উঠি।

ইদানিং-

দারুণ আঁতকে উঠি-

জয় শ্রীরাম ধ্বনিতেও আঁতকে উঠি।

ইদানিং-

মানুষ হয়ে উঠার ভয়ে আঁতকে উঠি।

খেরোখাতা।

ইবনে শামস

কোমরে দড়ি বেঁধে শুক্রাণু বানিয়ে

ঈশ্বর আমাকে ছেড়ে দিয়েছে পিতার রক্ত শ্রোতে।

উচ্ছৃঙ্খল সে শুক্রাণু নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে একদা

বাবার মোলাকাত হয় তাঁর অর্ধাঙ্গীর।

হয়তো "সে রাত" শয়তানের দুষ্টু-দৃষ্টিতে ধর্ষিত হয়েছিলো,

যে রাতে বাবা আমার শুক্রাণুতে বাঁধা দড়ির এক প্রান্ত

মা'র নাড়িতে জুড়িয়ে শান্তির ঘুম ঘুমিয়েছিলো; যে দড়ির

অন্য প্রান্ত বিধাতার হাতে নিয়ে শিথিল করে দিয়ে নাড়াচ্ছিলো।

নয়লে আমি এতো উচ্ছৃঙ্খল ক্যান?

দশমাস দশ দিন পর মা অতিষ্ট হয়ে মা

সে বন্ধন ছিঁড়ে দিয়ে ভূপাতিত করেছিলো আমায়।

ছেঁড়া প্রান্ত নিয়ে আমার ক্রন্দন দেখে

তোমার ভালবাসার দৃষ্টি ঢেলেছিলে করুণায় সে রুধিরাক্ত প্রান্তে।

তখন থেকে তুমি অভিকর্ষ আর বিধাতা আমার মহাকর্ষ।

সে থেকে তুমি আমার দুনিয়া আর পরমেশ্বর আমার আখেরাত।

রুদ্রনীল আহমেদ

তারপর দ্যাখা হলে সুবর্ণগ্রাম

তোমাকে ছুঁয়ে দ্যাখার ইচ্ছেতে

ফিরে যাবে সন্ধ্যার দিকে একজোড়া গল্পশালিক।

তুমি এক অলৌকিক হাত

আমি নির্লিপ্ত ; আমার ভেতরে আছে যৎসামান্য হারমোনিয়াম

কখনো কখনো তুমি তাতে নিজেরে বাজাও

আমাদের চেয়ে থাকা এইসব পিপাসার্ত রাতে

কিছু কথা হারাচ্ছে সুরে বেসুরে

ঘুমগ্রস্ত চোখে তাকাচ্ছো তুমি পৃথিবীর বিকল জানালায়

আর তখনো সকাল হলে ভাবছো

এতোসব সম্ভাবনার সুর নিয়ে আমার পরিত্যক্ত হারমোনিয়াম

কি করে স্বপ্ন দেখে কাটাতে পারে কুড়িটি বছর...?

হায় রুহি!

কতকাল ভালোবেসে আঙুল রাখোনি পাঁজরের রিডে

আমি সেই থেকে ধূলোপড়া; পুরোনো শেলফে পড়ে থাকি

আরও কারো আঙুলের খোঁজে...

আদিত্য আনাম

ফসলের স্তন বেয়ে নেমে যাচ্ছে শিশিরের ফোঁটা ফোঁটা মন

দূরে কয়েকটি আশাহত গাছ, অন্যমনস্ক

তারা আকাশের তারা গুনছে এক..দুই..তিন..চার...

পাখিরা ঘুমের ভিতরেও উড়ে যাচ্ছে বিরামহীন।

কয়েকটি পাতার লাশ পড়ে আছে মাটির 'পরে

ভিতরে পঁচে গ্যাছে আরোকিছু লাশ বিপন্ন পাতাদের

তাদের আত্মারা ভেসে যাচ্ছে বাতাসে মরমী সুর তুলে

আমি টের পাচ্ছি; আমি টের পাচ্ছি সমস্ত জোনাকির আলোর তেজ।

এতো মৃত্যু আর এতো অন্ধকার জেগে উঠেছে আজ পৃথিবীতে!

বিমর্ষ গহীন অন্ধকারে মানুষ আন্দাজে হেঁটে যাচ্ছে

মানুষভর্তি অন্ধকার

নদীভর্তি অন্ধকার

হাসপাতালভর্তি অন্ধকার

উপাসনালয়ভর্তি অন্ধকার

বেশ্যালয়ভর্তি অন্ধকার

এতো অন্ধকার আজ সজাগ হয়েছে পৃথিবীতে!

বিমর্ষ কালো গহীন অন্ধকার।

ঈশ্বর জীবিত থাকলে আমি তাঁর কাছে আবেদনপত্র লিখতাম আরোকিছু সূর্য চেয়ে।

অথচ হায় জনাব ঈশ্বর আমার জন্মের ঠিক এককোটি বছর আগেই মারা গেছেন।

মৃত্যু কাউকেই ঘৃণা করেনা, আশ্চর্য!

মৃত্যু গুগলে সার্চ দিয়ে আমার লোকেশন জেনে গ্যাছে

আমি টের পাচ্ছি; আমি টের পাচ্ছি

আমার মৃত্যুর পর একটি পাখিও দুঃখ পেয়ে

সারাদিন ঘরে বসে কেঁদে-কেটে একফোঁটা জল অপচয় করবেনা।

আমি টের পাচ্ছি আমার দুঃখ হচ্ছে; আমি একটি ফুলেরও

বন্ধু হতে পারিনি।

আমি টের পাচ্ছি কেউ মারা গেলে কারো কিচ্ছু যায়-আসে না।

সাম্য রাইয়ান

শুকনো নদীর বুকে আগুন জ্বালাতে চেয়েছিল যে ছেলেটা

সুনীলের সাথে পরিচয়ের সময়টা ঠিক মনে পড়ছে না এই মুহূর্তে- কখন কোথায় কীভাবে তার সাথে পরিচিত হলাম অথবা কে-ই বা তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল কিছুই মনে নেই। শুধু মনে আছে সুনীলকে। কুড়ি-পঁচিশ বয়স, মুখচোরা। যেঁচে কারো সাথে কথা বলে না। কেউ পরিচিত হতে চাইলে তবেই; কথা বলে আন্তরিকভাবে। তবে যাদের সাথে ভাব জমে যায় একবার, তাদের সাথে সারাদিন আড্ডা আর প্রাণখোলা আলাপ। আমার সাথেও কীভাবে জানি বেশ ভাব হয়ে গেল। এবং একটা সময়ে আমার ধারণামতে অন্যদের থেকে ওর সাথে আমার সম্পর্কটাই ছিল সবচেয়ে হৃদ্যতাপূর্ণ। আমি অবাক হয়ে যেতাম ওর কল্পনাশক্তি দেখে। আবার সমানভাবে অবাক হতাম ওর জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা দেখে! এ বিষয়ে যতোবারই ওর কাছে জানতে চেয়েছি ততবারই একটা কথা বলেছে, IMAZINATION IS MORE IMPORTANT THAN KNOWLEDGE. ও এটা মনেপ্রাণে মানতো। বলতো, এখনতো জ্ঞান বলতে তথ্য বোঝানো হয়। যে মানুষ যতো বেশী তথ্য মনে রাখতে পারে সে এখন ততো বেশী জ্ঞানী। সেই হিসেবে মানুষের থেকে একটা কম্পিউটার তো অনেক বেশী জ্ঞানী! আমি ওই জ্ঞানী হতে চাইনা দাদা। আমি ফুলের গন্ধ নিতে চাই, পিঁপড়েদের ভাত খাওয়া দেখতে চাই, প্রকৃতি থেকে আনন্দ নিতে চাই।

সুনীল বাম রাজনীতি করত। মানুষকে স্বপ্ন দ্যাখাতো সুখী-সমৃদ্ধ জীবনের। প্রচুর পড়ত সে। তর্কও করত প্রচুর। আর বলত, যে তর্ক করে না সে দাস! অনেকে বাঁকা চোখে দেখত, আবার অনেকে খুব বেশী ভালোবাসত- আদর করত। সুনীলের স্বভাবের সাথে মিথ্যা বলাটা কোনভাবেই যেন যায় না। কখনো তাকে মিথ্যা বলতে শুনিনি। যদি কখনো কোন বিষয়কে ভুল মনে হয়েছে তাহলে কোনকিছুর পরোয়া না করেই বলে ফেলেছে এটা ভুল। ও মানত যে, সত্য দিয়েই এগিয়ে যাওয়া যায়, মিথ্যা দিয়ে যায়না বরং পিছিয়ে পড়তে হয়। আর তাই উদ্যত রাইফেলের সামনে দাঁড়িয়ে অকপটে সত্য বলার অভ্যেসটা করে ফেলেছিল বেশ চমৎকারভাবে।

সুনীল ছিল খুব ভ্রমনপ্রিয়। কোথাও যাবার কথা শুনলেই ওর মন চনমনিয়ে উঠত। আমি আর ও অনেক জায়গা ঘুরেছি। একবার গিয়েছিলাম চট্টগ্রাম। সেখানে উঁচুনিচু রাস্তা, আঁকাবাঁকা, পাহাড়ের ভেতর দিয়ে যাওয়া, ওকে আকর্ষণ করল খুব। সেবারই প্রথম ও এরকম রাস্তা দেখল। আমাদের পরিকল্পনা ছিল চট্টগ্রামে দিন দু'য়েক থেকে তারপর কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে রওনা দেব। কিন্তু চট্টগ্রাম সুনীলকে এমনভাবে আকর্ষণ করল যে একে একে সতের দিন থাকতে হল। ওতো আরো থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু ওর পক্ষে সেটা সম্ভব হলেও আমার সম্ভব ছিল না কারণ ততদিনে আমার ছুটি শেষ হয়ে এসেছে। তাই ওর ব্যাপক অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার চাকুরী রক্ষার্থে ফিরে আসতে হয়েছিল। তবে আসার আগে ওকে কথা দিতে হয়েছিল পরবর্তীতে আরো বেশিদিনের ছুটি নিয়ে আমরা আবারো এখানে ঘুরতে আসবো। যদিও এই কথা আর রাখা হয়ে ওঠেনি! এই হল সুনীল। কোথাও ঘুরতে গেলে আর ফিরে আসতে চায় না। ও বোধহয় ইচ্ছে করেই কোন পিছুটান তৈরি হতে দেয়নি, ফিরে আসতে হবে বলে।

প্রেম-ভালোবাসা বলতে সোসাইটিতে যা প্রচলিত আছে, তাকে বরাবরই এভয়েট করেছে। তবে শেষের দিকে লোকজন, যারা তাকে চিনত, তাদের মুখে এরকম একটু কথার আওয়াজ পাওয়া যেত। যদিও তার কোন সত্যতা কেউ কখনো প্রমাণ করতে পারেনি, সবই অনুমান, এই অনুমানগুলো ভিত্তিহীন, বিজ্ঞানসম্মত নয়, অনেকটা জ্যোতিষবিদ্যার মতো, তাই আমার কাছে এগুলোর কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। সুনীল সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে 'শেষের দিকে' শব্দ ব্যবহারটা আসলে কতটুকু সঠিক হল বুঝতে পারছি না কেননা এটা মৃত মানুষদের সম্পর্কেই বেশি মানায়। সুনীলতো মরেনি! যদিও ও এখন কোথায় আছে কী করছে তা আমরা কেউ জানিনা। কিন্তু তাই বলে এটা তো ধরে নিতে পারিনা যে, ছেলেটা মনে গেছে! ওতো এটাই চেয়েছিল, সবকিছু ঠিকঠাক চলবে আর ও হুট করে কোথাও লাপাত্তা হয়ে যাবে কাউকে কিছু না বলে। কেউ জানবে না সুনীল কোথায় আছে। অথচ সুনীল থাকবে; শুকনো নদীর বুকে আগুন জ্বালানোর চেষ্টায় ব্যস্ত।

বোরহানউদ্দিন আহমেদ

এরপরঃ

আবার যখন কোনো একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে–

বাজার কিঙবা তোমার কলেজ ফেরত পথে;

সমতা আবাসিক'য়ের মোড়ে,কালি বাড়ী রোডে,পার্কে–

সিনেমা হলে বসে আছো তুমি;

তোমার নতুন প্রেমিক'য়ের কাঁধে মাথা রেখে।

কিঙবা

অন্য কোনো একদিন তোমার অফিস ছুটি'র পথে।

অন্ধকারঃ নির্ঝরে ঝড়ে পড়া তুমুল বৃষ্টি বর্ষাদিনে-

বসে আছো তুমি যাত্রী ছাউনি'র নিচে;

পরস্পর মুখোমুখি দ্যাখা হ'য়ে যাবে আমাদের।

আমি শেষবারের মতো ক'রে আবৃত্তি ক'রে নেবো তোমার ঠোঁট।

আবৃত্তি ক'রে নেবো;

ঠোঁটের গোলাপী উপকূলরেখা।

কিঙবা

আমি হ'য়ে উঠবো...

অবাধ্য কাল্পনিক মাছি;

পুরনো মৌচাক-সঙলাপে তোমার ছলছল চোখে–

কামনার পূণ্য-তীর্থে উড়বো সকাল অবধি।

কৌশিক মজুমদার শুভ

সেক্স মানুষের কাছে একটা দেখার মতো বিষয়। কুকুর-বিড়াল-গরু-ছাগল-টিকটিকি-তেলাপোকা এমনকি মশাও প্রকাশ্যে সঙ্গম করে। কিন্তু তারা পাত্তা দিয়ে, উঁকি দিয়ে, আগ্রহ করে দ্যাখে না- মুখ টিপে হাসে না, এজন্যে তাদের গোপনীয়তার দরকার নেই। মানুষ দ্যাখে, দেখে মজা পায়, মুখ টেপে হাসে, উত্তেজিত হয়- কেউকেউ কাছা দিয়ে নামে- তাই মানুষের ক্ষেত্রে তা দরজা বন্ধ করে গোপনীয় বিষয়- এজন্যে আবার মানুষ অপরের সঙ্গম দেখার আগ্রহবোধ করে- এরিস্টটলীয় 'ক্যাটাসথেসিস' মতে তারা অপরের সঙ্গম দেখে নিজের সঙমের উত্তেজনা অনুভব করতে পারে। এলাস! সঙ্গমের মতো মানুষ অন্যের দুঃখও সংক্রমিত হলে একে দেখে অন্যেরা দুঃখ পেলে পৃথিবী বোধ হয় অন্যরকম হতো। যদিও কিছুলোক অবশ্যই পায়, কিছুলোক পায় কিন্তু উপশমের সামর্থ্য খুঁজে পায় না, কেউ আবার পায় না তাগিদ, কিছুলোকের আবার কিছুই পায়ই না। যদি গণহারে আবার সেক্সের মতো পেতো তাহলে হয়তো দুঃখ ও আমাদের দরজা জানালা দিয়ে গোপনে উদযাপন করতে হতো।

তামান্না তুলি

বলেছিলাম শোকার্ত তুমি তীক্ষ্ণ নখরে কত আর ফালি ফালি হও ?

হুটোপুটি রেখে এসে মানব হও

আঁতকে ওঠার আনন্দ থাকে এবং মুগ্ধতার অসামান্য দুঃখ,

চৈত্র থাকে-ফাল্গুন থাকে-বর্ষণ থাকে মানুষের থাকে শৈল্পিক অভিমান ।

অন্যভাবে থাকে ক্লান্তিহীন আন্দোলন বিপন্ন সঙ্গমে কত আর ক্ষরণ হবে পান্থ !

প্রজন্মের পর প্রজন্ম তুমি কেবলি বেড়ে ওঠো

এবার মানুষ হও

শিখর হতে রসাতলে নেমে যাও

যৌবন থেকে শিশুমুখের দুধেল প্লাবনে নম্রতা থাকে

মানুষের ভয়ঙ্কর কিছু অভিযান থাকে

সংগ্রামে থাকে ক্ষয়িত উপন্যাসের শেষ পৃষ্ঠা

মৃতদার হৃদয় নিয়ে কতবার জাতিস্মর ঈশ্বর ?

মোহ থাকে-প্রেম থাকে-আরাধনা, উপাসনাও

মানুষের থাকে থরো থরো কাঁপন, ভুল যাপন, নষ্ট ভ্রমণ

পায়ের নিচে স্বর্গ জেনেও আগ্নেয়গিরির উত্তাপ থাকে

ধ্বংস থাকে, লয়-ক্ষয় থাকে, থাকে গ্রন্থি মোচনের শেষ সংলাপ

বাবুই বাসায় এসে বসো, রেখেছি অমৃত হৃদয়

ঠোঁটে বুনো আকাশের ব্যপ্তি ,আমি মানবী হবো ।

সোয়েব মাহমুদ

আমি খুব সকালে দেয়াশলাই ফেলে দেয়ার পর,

বুকপকেটে হাত দিতেই দেখি একটা আধখাওয়া সিগারেট।

আফসোস হলো খুব, খুব আফসোস।

গত পুরোরাতটাই আমার কেটে গ্যাছে কিন্তু বেশ্যার রান্নাঘরে ; লুকিয়ে।

পুলিশ ঢুকে পড়েছিলো সময় অসময়ে।

আজকাল পুলিশিং বেড়ে গ্যাছে বড্ড,

সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থ - চোরাচালান আর জালিয়াতি রোধে ব্যর্থ

ত্যাদোর পুলিশ কেবল উজার করছে বিছানা চাদর,

অথচ রাষ্ট্রীয় ব্যাংক থেকে উধাও হচ্ছে টাকা,

শহরে নগরে মন্ত্রীপুত্র চালাচ্ছেন ধর্ষণোতসব,

শেয়ারবাজারের কৃত্রিম সংকটে সিলিঙ এর ফ্যানে ঝুলে পড়ছেন মধ্যবিত্ত!

এসব অবশ্য মেধাবী পুলিশ দেখেও না দেখার

ভাণে অথবা নিজ পকেট থেকে ইয়াবা চালানে নতুন নতুন মাদকাসক্ত তৈরিতে

রাখছে অসামান্য কৃতিত্ব।

খুনের আসামী চালাচ্ছে ইন্টারনেট কেউ খুঁজে পাচ্ছেন না,

অথচ সুদুর চর আলেকজান্ডার থেকেও সরকার বিরোধী বক্তব্য দিলেই

গ্রেফতার সময় ত্রিশ মিনিট। কি করিতকর্মা মাইরি!

ধ্যাতছাই- শুক্রবার সকালে কি শুরু করলে?

কেনো "দেশটা রামরাজত্বে যাচ্ছে?

সবটা নষ্টের অধিকারে যাচ্ছে" বুলি হাকিয়ে,

লুঙ্গীর নীচটা ঝাঁকিয়ে আমি শালা কেউনা মধ্যবিত্ত বোধ,

সাপ্তাহিক নামাজের আগে ডুবিয়ে নেই ঠাকুর!

এতে ধর্ম খুঁজবেন না কোথাও?

বুঝলেন?

ধর্ম, রাষ্ট্র,নারীবাদ নিয়ে আমি কথা বলিনা।

অথচ

দেয়াশলাই ফেলে দিতেই ভোরের অন্ধকারে,

আমার বুকপকেটে খুঁজে পাই আধখাওয়া সিগারেট,

অথচ

গত পুরোটা রাত আমি

পুলিশ ঢুকে পড়ায়

কাটিয়ে দিয়েছি বেশ্যার রান্নাঘরে, লুকিয়ে।

একথাটি গোপন রাখবেন, বুঝলেন -

মধ্যবিত্তের সবকথা কি স্ত্রী জানলে চলে; বলুন তো!!